গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
আইসিটি সেল

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অংশীজন (stakeholders) সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	রশিদুল হাসান যুগ্মসচিব
সভার তারিখ	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	কাশিপুর সমাজ উন্নয়ন সংসদ, নারায়ণগঞ্জ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং তিনি বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি সকল ভাষা শহিদ, পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট কালরাতে ঘাতকের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ সকল শহিদ, জেলখানায় হত্যাকান্ডের শিকার ৪ নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও নির্যাতিত ২ লাখ মা বোনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অত:পর সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্ব স্ব পরিচিতি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচিতি পর্বের পর সেতু বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠেয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং সাধারণ জনগণ ও অংশীজনদের করনীয়সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২। সভায় নিম্নরূপভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে কোন সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে কোন অভিযোগ থাকলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অংশীজনের সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ
০২.	জনাব মো: মনির শিকদার, সাবেক চেয়ারম্যান, কাশীপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভাকে জানান, পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলেও অনেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রতিনিধি জনাব ফারশীদ বিন এনাম, আরডিসি, নারায়নগঞ্জ সভাকে জানান, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশের আলোকে নদী শ্রেণীর জমি হওয়াতে প্রায় ৩০% জমির ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব হয়নি। রিট নিষ্পত্তি হওয়ার পর অতিদ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।	বর্ণিত বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক), সেতু বিভাগ

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০৩	জনাব এমদাদুল হক খোকা, সদস্য, কাশীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাকে আরো জানান, হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেকেই ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধি জনাব ফারশীদ বিন এনাম, আরডিসি, নারায়নগঞ্জ সভাকে জানান ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে ধর্ম কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। সিএস খতিয়ানসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে জমির যিনি প্রকৃত মালিক তিনিই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তদুপরি তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় যেতে অনুরোধ করেন এবং বিষয়টি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখে এর সুরাহা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় কাগজপত্র যাচাই করে যথাযথ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।	সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি পর্যালোচনা করে মালিকানা নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	১। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
০৪.	জনাব মো: মোক্তার হোসাইন, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ একজন দোকান মালিক সভাকে জানান, তিনি দুইটি দোকানের মালিক হলেও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি দোকান বাবদ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। অপর দোকান বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়ে তিনি অগ্রগতি জানতে চান। পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোসা: শরীফুন্নেসা সভাকে জানান, তিনি ২টি দোকান বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করে আবেদন করলেও একটি দোকানের মালিকানার কাগজপত্র ও লাইসেন্স দাখিল করেছেন। এক্ষেত্রে ২য় দোকানের মালিকানার লাইসেন্সসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করা হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে। সভাপতি দোকানের মালিকানার কাগজপত্রাদি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল সাপেক্ষে বিষয়টি বিধিমোতাবেক নিষ্পত্তির অনুরোধ জানান।	দোকানের মালিকানার কাগজপত্রাদি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল সাপেক্ষে বিধিমোতাবেক যথাযথ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক), সেতু বিভাগ
০৫.	জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, কাশীপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভাকে জানান পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের এলাকা শিল্প এলাকা হওয়ায় প্রচুর শ্রমিক ও সাধারণ জনগণ যাতায়াত করেন। দোতলা রাস্তার পাইলিং এর কার্যক্রম চলমান থাকায় রাস্তায় প্রচুর ধুলা জমে। প্রকল্প দপ্তর হতে পানি ছিটানো হলেও তা পর্যাপ্ত নয় মর্মে তিনি জানান। পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি) জনাব মো: ওহিদুজ্জামান এ বিষয়ে আরো পানি দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সভাকে জানান। এছাড়া তিনি আরও জানান, জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে দিনের পাশাপাশি রাতেও প্রকল্পের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলমান রাখা হয়। সকলের সহযোগিতায় প্রকল্পের কাজ আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান। সভাপতি জনদুর্ভোগ এড়াতে যথাযথভাবে পানি ছিটানোসহ কাজের সময়ে সকলের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানান।	জনদূর্ভোগ এড়াতে যথাযথভাবে পানি ছিটানোসহ কাজের সময়ে সকলের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক), সেতু বিভাগ
০৬.	জনাব মো: মুতালিব হোসেন, প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি জানান পাইলিং এর কাজ চলমান থাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, জনবহুল এলাকায় সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য ডাইভারশন রাস্তা তৈরির সময় ড্রেন নির্মাণ করা হলে সকলকে সচেতনভাবে ড্রেন ব্যবহার ও ডাইভারশন রোড ব্যবহারের অনুরোধ জানান। সভাপতি পানি নিষ্কাশনের বিষয়ে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।	স্থাপনা নির্মাণাধীন এলাকায় দ্রুত ড্রেনেজ সমস্যা সমাধানের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	১। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক), সেতু বিভাগ

৩। পরিশেষে আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

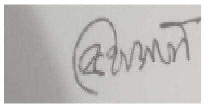

রশিদুল হাসান
যুগ্মসচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৭৬.১৪.৯৪

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪৩০
০৬ মার্চ ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, সেতু বিভাগ
৩) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৪) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৫) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৮) প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প
৯) উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ
১০) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১১) সিনিয়র সহকারী সচিব, উন্নয়ন শাখা, সেতু বিভাগ
১২) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১, সেতু বিভাগ
১৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
১৫) প্রোগ্রামার , আইসিটি সেল, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৬) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
১৭) জনাব..

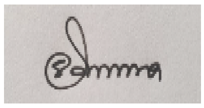

সালমা খাতুন
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)